# সূরা - ৫৪

## চন্দ্র

(আল্-ক্বমর, :১)

**মক্কায় অবতীর্ণ**

*আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে, যিনি রহমান, রহীম।*

**পরিচ্ছেদ - ১**

১ ঘড়িঘণ্টা সমাগত, আর চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।

২ আর যদি তারা কোনো নিদর্শন দেখে, তারা ফিরে যায় ও বলে— "এক জবরদস্ত জাদু।"

৩ আর তারা প্রত্যাখ্যান করে এবং তারা তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে, অথচ প্রত্যেক বিষয়েরই নিষ্পত্তি হয়েই গেছে।

৪ আর তাদের কাছে অবশ্য কিছুটা সংবাদ এসেই গেছে যাতে রয়েছে প্রতিষেধক—

৫ এক সুপরিণত জ্ঞান, কিন্তু এ সতর্কীকরণ কোনো কাজে আসে না।

৬ কাজেই তাদের থেকে ফিরে এস। একদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবেন এক অপ্রীতিকর ব্যাপারের প্রতি—

৭ তাদের চোখ অবনত অবস্থায়; তারা বেরিয়ে আসতে থাকবে কবর থেকে যেন তারা ছড়িয়ে পড়া পঙ্গপাল—

৮ ওরা আহ্বায়কের প্রতি ছুটে আসবে। অবিশ্বাসীরা বলবে— "এইটি বড় কঠিন দিন!"

৯ এদের আগে নূহ-এর লোকদল সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে তারা আমাদের বান্দাকে প্রত্যাখ্যান করল ও বললে— "একটি পাগল"! আর তাঁকে অবজ্ঞা করা হয়েছিল।

১০ সেজন্য তিনি তাঁর প্রভুকে ডেকে বললেন— "আমি তো পরাভূত হয়ে পড়েছি, অতএব তুমি সাহায্য করো।"

১১ তখন আমরা আসমানের দরজাগুলো খোলে দিলাম বর্ষণশীল পানির দ্বারা,

১২ আর জমিনকে উৎক্ষেপ করতে দিলাম ঝরনাধারায়, ফলে পানি মিলিত হয়ে গেল এক পূর্বনির্ধারিত ব্যাপারে;

১৩ আর আমরা তাঁকে বহন করলাম তাতে যা ছিল তক্তা ও পেরেক সম্বলিত,—

১৪ তা ভেসে চলেছিল আমাদের চোখের সামনে,— এক প্রতিদান তাঁর জন্য যাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

১৫ আর আমরা অবশ্য এটিকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে। কিন্তু কেউ কি রয়েছে উপদেশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত?

১৬ সুতরাং কেমন হয়েছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কীকরণ!

১৭ আর আমরা তো অবশ্যই কুরআনকে উপদেশগ্রহণের জন্য সহজবোধ্য করে দিয়েছি, কিন্তু কেউ কি আছে যে উপদেশপ্রাপ্তদের মধ্যেকার?

১৮ আর 'আদ্-জাতি সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিল; কাজেই কেমন হয়েছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কীকরণ!

১৯ নিঃসন্দেহ আমরা তাদের উপরে এক চরম দুর্ভাগ্যের দিনে পাঠিয়েছিলাম এক প্রচণ্ড ঝড়-তোফান,

২০ যা মানুষকে উড়িয়ে নিয়েছিল, যেন তারা ছিল উৎপাটিত খেজুরগাছের গুঁড়ি।

২১ সুতরাং কেমন হয়েছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কীকরণ?

২২ কাজেই আমরা আলবৎ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজবোধ্য করে দিয়েছি, কিন্তু কেউ কি হবে উপদেশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত?

## পরিচ্ছেদ - ২

২৩ ছামুদ-জাতিও সতর্কীকরণ প্রত্যাখ্যান করেছিল।

২৪ কাজেই তারা বলেছিল— "কী! আমাদের মধ্যেকার মানুষই একজন, তাকেই কি আমরা অনুসরণ করব? সেক্ষেত্রে আমরা তো নিশ্চয়ই বিপথগামী হব ও পাগলামিতে পড়ব।

২৫ "আমাদের মধ্যে থেকে স্মারক কি তার উপরেই পতিত হল? বস্তুত সে একজন ডাহা মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।"

২৬ কালকেই তারা ত্বরায় জানতে পারবে কে মিথ্যুক, কে দাম্ভিক।

২৭ নিঃসন্দেহ আমরা একটি উষ্ট্রীকে পাঠাতে যাচ্ছি তাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ, সেজন্য তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখো এবং ধৈর্যধারণ করো।

২৮ আর তাদের জানিয়ে দাও যে পানির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ভাগাভাগি রয়েছে; প্রত্যেক জলপানে হাজিরা থাকবে।

২৯ কিন্তু তারা তাদের সেঙাৎকে ডাক দিল, তখন সে ধরল ও কেটে ফেলল।

৩০ পরিণামে কেমন হয়েছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কীকরণ!

৩১ আমরা অবশ্যই তাদের উপরে পাঠিয়েছিলাম একটিমাত্র মহাগর্জন, ফলে তারা হয়ে গেল খোঁয়াড়-প্রস্তুতকারীর শুকনো-ভাঙ্গা ডালপালার ন্যায়।

৩২ আর আমরা নিশ্চয়ই কুরআনকে উপদেশ-গ্রহণের জন্য সহজবোধ্য করে দিয়েছি; কিন্তু কেউ কি রয়েছে উপদেশপ্রাপ্তদের অন্যতম?

৩৩ লুত-এর লোকদলও সতর্কীকরণ প্রত্যাখ্যান করেছিল।

৩৪ নিঃসন্দেহ আমরা তাদের উপরে পাঠিয়েছিলাম এক পাথর বর্ষণকারী ঝড়,— লুত-এর পরিজনদের ব্যতীত; আমরা তাদের উদ্ধার করেছিলাম শেষরাতে—

৩৫ আমাদের তরফ থেকে এক অনুগ্রহ। এইভাবেই আমরা পুরস্কার দিই যে কৃতজ্ঞতা দেখায় তাকে।

৩৬ আর তিনি তো ইতিপূর্বেই তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন আমাদের ভীষণভাবে পাকড়ানো সম্পর্কে, কিন্তু তারা আমার সতর্কীকরণ সম্বন্ধে কথা-কাটাকাটি করছিল।

৩৭ আর তারা অবশ্য তাঁর কাছ থেকে তাঁর অতিথিদের চেয়েছিল, তখন আমরা তাদের চোখগুলোকে শেষ করে দিয়েছিলাম; "অতএব আমার শাস্তি আস্বাদন কর আমার সতর্কীকরণের পরে।"

৩৮ আর অবশ্য নির্ধারিত শাস্তি ভোরবেলাতে তাদের উপরে পড়েছিল।

৩৯ "আমার শাস্তি এখন আস্বাদন কর আমার সতর্কীকরণের পরে?"

৪০ আর আমরা তো নিশ্চয়ই কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজবোধ্য করে দিয়েইছি, কিন্তু কে আছে যে উপদেশপ্রাপ্তদের মধ্যেকার?

## পরিচ্ছেদ - ৩

৪১ আর অবশ্য ফিরআউনের লোকদের কাছে সতর্কীকরণ এসেছিল।

৪২ তারা আমাদের নিদর্শনসমূহ— তাদের সবক'টি, প্রত্যাখ্যান করেছিল; সেজন্য আমরা তাদের পাকড়াও করেছিলাম মহাশক্তিশালী

পরমক্ষমতাবানের পাকড়ানোর দ্বারা।

৪৩ তোমাদের অবিশ্বাসীরা কি এদের চাইতে ভাল, না তোমাদের জন্য অব্যাহতি রয়েছে ধর্মগ্রন্থের মধ্যে?

৪৪ অথবা তারা কি বলে— "আমরা পরস্পরের সাহায্যকারী আস্ত একটা দল"?

৪৫ শীঘ্রই এ লোকদল বিধ্বস্ত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ফিরে যাবে।

৪৬ বস্তুত ঘড়িঘণ্টাই তাদের নির্ধারিত স্থানকাল; আর সেই ঘড়িঘণ্টা হবে অতি কঠোর ও বড় তিক্ত।

৪৭ নিঃসন্দেহ অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত হবে।

৪৮ সেই দিন তাদের মুখ হেঁচড়ে তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে আগুনের মধ্যে— "জ্বালাময় আগুনের স্পর্শ আস্বাদন করো!"

৪৯ নিঃসন্দেহ প্রত্যেকটি জিনিস— আমরা এটি সৃষ্টি করেছি পরিমাপ অনুসারে।

৫০ আর আমাদের আদেশ একবার বৈ তো নয়, চোখের পলকের ন্যায়।

৫১ আর আমরা তো তোমাদের সেঙাৎদের ধ্বংস করে দিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ কি রয়েছে উপদেশপ্রাপ্তদের মধ্যেকার?

৫২ আর তারা যা করেছে তার সব-কিছুই নথিপত্রে রয়েছে।

৫৩ আর ছোট ও বড় প্রত্যেকটি বিষয় লিপিবদ্ধ আছে।

৫৪ ধর্মভীরুরা অবশ্যই থাকবে ঝরনাবেষ্টিত জান্নাতে—

৫৫ সত্যের আসনে সর্বশক্তিমান রাজাধিরাজের সমক্ষে!